গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (এনটিএফসি)'র ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : **জনাব টিপু মুনশি,** এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সভার তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
স্থান : বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি (মাল্টিপারপাস হল রুম), ঢাকা।

সভার উপস্থিতি:

সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর চেয়ারম্যান, বিএফটিআই এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ (বিআরসিপি-১) এর তিনটি কম্পোনেন্টের প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

০২. **সভার প্রারম্ভিক আলোচনা:**

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫ম এনটিএফসি'র সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (এনটিএফসি)'র সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে Connectivity বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীতে সহজীকরণে Connectivity এর গুরুত্ব অত্যাধিক।

অত:পর তিনি সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সভা শুরু করার জন্য আহবান করেন। স্বাগত বক্তব্যে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় ও অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে সভায় স্বাগত জানিয়ে মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনার আহবান করেন।

০৩. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত কর্মকর্তাগণ এজেন্ডাভিত্তিক এবং সার্বিক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১	**আলোচ্য বিষয়-১: এনটিএফসি'র ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ:** কার্যবিবরণীর ওপরে মতামত/পরামর্শ আহবান করা হয়। পরামর্শ/সুপারিশ না থাকায় ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।	এনটিএফসি'র ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৩.২	**আলোচ্য বিষয়-২: এনটিএফসি'র ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:** এনটিএফসি'র ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে NTFC ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩য় সভায় অগ্রগতির আলোচনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।		
৩.৩	**আলোচ্যসূচী-৩: ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের বাস্তবায়ন অগ্রগতি** সভাকে জানানো হয় যে, ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের আওতায় কার্যক্রমসমূহকে ০৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। যেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে তা এ- ক্যাটাগরি, যেগুলো এখনো বাস্তবায়নাধীন আছে যেগুলো বি-ক্যাটাগরি এবং যেগুলো Development Partner এর সহায়তা নিয়ে বাস্তবায়ন করা হবে তা সি-ক্যাটাগরিতে অর্ন্তভুক্ত। যে সব কার্যক্রম এখনও বাস্তবায়িত হয়নি তা Article wise বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়। যে সকল Article এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো:	ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বিষয়ে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ডব্লিউটিও সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিআরসিপি-১ প্রকল্প, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অংগ।
৩.৩	**(ক) Article 5.3:** Test Procedures সভাকে জানানো হয় যে, বিএসটিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগনিরোধ উইং, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা Test Procedures এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন। এ দেশে আর্ন্তজাতিক মানের Testing Facility নেই। তবে USDA এখানে Support দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। Equipment, Technical Support প্রয়োজন	(ক) ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নে Test Procedures এর ক্ষেত্রে Indicative date for	(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বিধায়, বিদেশী সহায়তায় তা সম্পন্ন করা যেতে পারে। আর্ন্তজাতিক মানের Testing এর জন্য সময় এবং Support উভয়ই প্রয়োজন। WTO এর সদস্য দেশসমূহে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন যেন না হয় সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Test Procedures উন্নত করা প্রয়োজন। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন যে, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে বিএসটিআই বিভিন্ন পণ্যের Testing কার্যক্রম করছে, এ জন্য সকল ক্ষেত্রেই বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আমাদেরকে তা মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইউরোপে পান রপ্তানী বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন তা আবার রপ্তানী হচ্ছে। বাংলাদেশে ল্যাবরেটরী আছে তবে Accredited ল্যাবরেটরী নেই। বাংলাদেশে Accredited ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরী। সকল লেভেলের উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের বিদেশে পণ্য রপ্তানী করতে আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্নভাবে উৎপাদন ও Testing এর ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনে Good Agriculture Practice (GAP) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা বাঞ্চনীয়। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, Good Agriculture Practice (GAP) নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নাধীন। ঢাকার শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউসে রপ্তানীযোগ্য বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য গ্রেডিং, শর্টিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, পূর্বাচলে একটি আর্ন্তজাতিক মানের Accredited ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই পণ্য রপ্তানীতে Testing একটি বড় চ্যালেঞ্জ বিধায়, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের Graduation এর পূর্বে Accredited ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।	implementation ৩০ জুন, ২০৩০ এর পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) Good Agriculture Practice (GAP) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (গ) Testing Procedures সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় অর্থে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(খ) কৃষি মন্ত্রণালয়। (গ) বিএসটিআইসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা।
৩.৩	(খ) Article 7.7 Trade Facilitation Measures for Authorized Economic Operators (AEO) সভাকে জানানো হয় যে, উক্ত এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নে এনবিআর USAID এর সহায়তায় পাইলট কার্যক্রম শুরু করেছে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভাকে জানান যে, Authorized Economic Operator এর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। কতগুলো কোম্পানী পাওয়া গিয়েছে জানতে চাইলে সদস্য, এনবিআর সভাকে বলেন যে, অদ্যবধি ০৩টি কোম্পানী পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ কার্যক্রমে কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে বিভিন্ন ক্যাটাগরি করে শর্ত শিথিল করতে হবে। প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই সভাকে বলেন Authorized Economic Operator এর জন্য কিছু শর্ত কমিয়ে আরো কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে।	বিভিন্ন বন্দরে Authorized Economic Operator কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভাজনপূর্বক কিছু শর্ত শিথিল করে আরো কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে।	এনবিআর কর্তৃপক্ষ
৩.৩	(গ) Article 11.5, 11.9, 11.16 Freedom of Transit সভাকে জানানো হয় যে, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তবে separate physical infrastructure for traffic-in-transit কোন ইস্যু এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত নয়। সভাকে আরো জানানো হয় যে, transit এর কিছু বিষয় যেমন infrastructure, Legal issue ইত্যাদি সি-ক্যাটাগরিতে আছে। বাকি অংশ এ-ক্যাটাগরিতে আছে। এ বিষয়ে কাজ করার জন্য USAID-এর সাথে আলোচনা হয়েছে। প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই সভাকে বলেন Freedom of Transit এর বিষয়টি সি-ক্যাটাগরি হতে এ/বি-ক্যাটাগরিতে আনা যেতে পারে, কারণ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভারত ও নেপালকে Transit সুবিধা দিয়ে আসছে। সভাপতি Freedom of Transit ইস্যুটির Indicative date for implementation ৩০ জুন, ২০৩০ এর পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।	Freedom of Transit ইস্যুসহ অন্যান্য ইস্যুগুলোর Indicative date for implementation ৩০ জুন, ২০৩০ এর পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	বিএলপিএ, এনবিআর কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৪.০ ৪.১	**আলোচ্যসূচী-৪: বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের অগ্রগতি পর্যালোচনা** **(ক) এনটিএফসি ওয়ার্কিং গ্রুপ** সভাকে জানানো হয় যে, এনটিএফসি কমিটিকে সহায়তার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এনটিএফসি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ হতে তথ্য সংগ্রহ করে এনটিএফসি সভার আয়োজন করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ গ্রুপের ইতোমধ্যে ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতপর: প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অঙ্গকে এ গ্রুপের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য আহবান করা হলে জানান যে, বিআরসিপি-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অঙ্গে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাইলট কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ০৩টি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে, ০৩টি স্টাডির কার্যক্রম চলমান ও বাকি ০৭টি স্টাডির জন্য ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া, প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।		
৪.২	**খ) Working Group for Women's Trade/Economic Empowerment:** সভাকে জানানো হয় যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ গ্রুপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ইতোমধ্যে ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। Agro-processing ও Cut Flower সেক্টরে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ICT সেক্টরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। Trade সংক্রান্ত Regulatory Issues বিষয়ে ১,০০০ জন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ফার্ম নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া Web based Women Traders Data Base ও Networking System এর আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টালে সংযুক্ত করা হচ্ছে। সেখানে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যে সহায়তা করা হবে।		
৪.৩	**গ) Single Window সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপঃ** প্রকল্প পরিচালক এবং সদস্য, এনবিআর সভাকে বলেন যে, বিএসটিআই, ডিএইসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের Automated সিস্টেমে Single Window-এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের নিমিত্তে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। Single Window-তৈরীর জন্য নিয়োগকৃত ফার্ম কর্তৃক NSW প্রকল্পের মূল সফটওয়্যার প্যাকেজ এর Functional and Technical Specification রিপোর্ট দাখিল করা হয়, এতে ১৭টি মডিউল রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ কাষ্টমস কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত ASYCUDA World সফটওয়্যার সাথে উল্লিখিত Functional and Technical Specification এর কিছু বিষয়ে ওভারলেপিং হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ভুত সমস্যা সমাধানকল্পে এনবিআর কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট এনবিআর, বিশ্ব ব্যাংক, পিএমকিউএ, এ্যাসাইকুডা টেকনিক্যাল টীম এবং প্রকল্প ইউনিট কর্তৃক পর্যালোচনা শেষে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে রিপোর্ট দাখিল করেছে। বর্তমানে NSW সফটওয়্যার তৈরীর কাজ চলমান। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভাকে জানান যে, সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ের মাধ্যমে NSW সফটওয়্যারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সিনিয়র সচিব, আইসিটি বিভাগ, NSW সফটওয়্যার কার্যক্রমে আইসিটি বিভাগকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। সিইও, বিএফটিআই সভাকে বলেন যে, NSW ওয়ার্কিং গ্রুপকে শক্তিশালী করা আবশ্যক এবং NSW সফটওয়্যার কার্যক্রমে আইসিটি বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই সভাকে বলেন, NSW সফটওয়্যার অতি দ্রুত তৈরী করা আবশ্যক এবং আইসিটি বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, এফবিসিসিআই'র সভাপতি তাঁকে জানান, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিভিন্ন কেমিক্যাল আমদানী করে তা খালাস করতে প্রায় ১০/১২ দিন সময় লাগে। কারণ কেমিক্যালের স্যাম্পল পরীক্ষার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করতে হয় এতে সময় বেশী লাগে এবং ব্যবসায়ীদের অনেক ডেমারেজ দেয়ার ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য পরীক্ষা করে খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তিনি আরো বলেন, ইতোপূর্বে গামেন্টস সেক্টরে পণ্য আমদানী-রপ্তানীতে জটিলতা ছিল এখন তা অনেকাংশেই নিরসন হয়েছে। তিনি	(ক) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অতিদ্রুত NSW সফটওয়্যার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) NSW সফটওয়্যার কার্যক্রমে আইসিটি বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (গ) কেমিক্যালসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানীতে দ্রুততার সাথে Testing কার্যক্রম সম্পাদন পণ্য খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) আমদানী/রপ্তানী প্রক্রিয়া সহজ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) বিভিন্ন বন্দরের কেমিক্যালসহ পুরাতন কন্টেইনার বিধিমোতাবেক অপসারণ করে বন্দরের জায়গা খালি এবং ঝুকিমুক্ত করতে হবে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১, NSW অংগ (খ) প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১, NSW অংগ (গ) এনবিআর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক। (ঘ) এনবিআর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান (ঙ) এনবিআর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ।

	এনবিআর কর্তৃপক্ষকে পণ্য আমদানী-রপ্তানী পদ্ধতি সহজ করে বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। এফবিসিসিআই'র প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, পণ্য আমদানীতে Undertaken দিয়ে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করা এবং বন্দরে Testing এর জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন করা যেতে পারে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভাকে জানান যে, প্রতিটি পণ্য আমদানীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট আইন/বিধান আছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের নির্ধারিত পণ্য আমদানীতে আইন/বিধান সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রকল্প পরিচালক এবং সদস্য, এনবিআর সভাকে বলেন যে, কেমিক্যালসহ প্রায় ৫১টি পণ্য আমদানীতে Test-এর প্রয়োজন হয়। Test করার জন্য নমুনা ঢাকায় পাঠাতে হয় বিধায়, অনেক সময় ব্যয় হয়। বিএসটিআই'র প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, বিএসটিআইসহ ডিএই'র উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং পরীক্ষা জন্য নমুনা ঢাকায় পাঠায়। এছাড়া, বিভিন্ন কেমিক্যাল আমদানীতে নৌ-বাহিনীর কিছু বিবেচ্য বিষয় সম্পৃক্ত আছে। এজন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানী ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, Tiles এর জন্য Import Permission-বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে যে, সাময়িক ছাড়পত্র নিয়ে Tiles বন্দর হতে খালাস করা যেতে পারে। নমুনা Test-এর পর চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং খুলনা বন্দরে পণ্য Testing-এর ব্যবস্থা রয়েছে, যশোরে Testing-এর জন্য কোন ল্যাবরেটরী নেই। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দরে কেমিক্যাল Test-এর ব্যবস্থা আছে কি না, জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে তবে কেমিক্যাল পরীক্ষা-এর কোন ব্যবস্থা নেই। এফবিসিসিআই'র প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, পরীক্ষা-এর পর পণ্য ছাড় করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই বিধায়, বন্দরে পণ্য আমদানীর পর Undertaken নিয়ে খালাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সদস্য, এনবিআর বলেন যে, কসমেটিকস এর কাচামাল সহ অন্যান্য পণ্য আমদানীতে এনবিআর কর্তৃপক্ষ সহজে Import Permit মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কেমিক্যাল আমদানীতে Undertaken নিয়ে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক Container দীর্ঘদিন যাবৎ পরে আছে, এছাড়া প্রায় ২০ বছরের পুরাতন বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালও বন্দরে পরে আছে। এতে করে বন্দর জট এবং ঝুকির সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন বন্দরে দ্রুত Custom Clearence জন্য ল্যাবরেটরী শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং কেমিক্যালসহ পুরাতন কনটেইনার সমূহ অতিদ্রুত 'ই-অকশন' এর মাধ্যমে বিক্রি করে বন্দরের জায়গা খালি এবং ঝুকিমুক্ত করা অতীব জরুরী মর্মে তিনি জানান। বিএলপিএ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সভাকে বলেন যে, বেনাপোল বন্দরেও অনেক কেমিক্যাল ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রাখা হয়। এজন্য সেখানে বিএলপিএ'র মাধ্যমে আধুনিক মানের গুদাম নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বন্দর এবং এনবিআর কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করে বন্দরের জায়গা খালি এবং ঝুকিমুক্ত করতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সদস্য, বিএলপিএ সভাকে বলেন যে, বিভিন্ন Land Port-এ পুরাতন কেমিক্যাল অপসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কেমিক্যাল এর জন্য আধুনিক গুদাম নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে।		

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৪	**ঘ) Land Port সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ:** প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১, বিএলপিএ অংগ সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় ভোমরা, শেওলা, রামগড় ও বেনাপোল স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন, বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ, ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া নেপাল (BBIN)-রিজিওনাল ট্রেড এন্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন প্রোগ্রাম (RTTFP)" শীর্ষক প্রকল্পে বৃহৎ আকারে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনা করা হয়েছে। তিনি সভাকে আরো জানান যে, শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট হতে ১৫০ গজের মধ্যে অবস্থিত অংশে উন্নয়ন কাজ করার জন্য ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) এর অনাপত্তি এখনো পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের কাজের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জুন ২০২৩ এর মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলপথে ভারত থেকে পণ্য আমদানী-রপ্তানী হয়ে থাকে এবং সেখানে সড়কপথের উন্নয়ন হওয়ায় দর্শনা দিয়ে স্থলপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর বিষয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধি এফবিসিসিআই বলেন, Multi-Modal Transport System চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। এছাড়া, তিনি প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত বিজিবি এবং বিএসএফ'র সভাসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায় এফবিসিসিআই'র প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। প্রতিনিধি পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে জানান যে, ২০২৩ সালের মধ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হলে পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল চালু হবে। এতে পায়রা হতে ফরিদপুরের ভাংগা পর্যন্ত পণ্য পরিবহনে সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। তিনি পায়রা বন্দর হতে ফরিদপুরের ভাংগা পর্যন্ত সড়ক পথের উন্নয়নের বিষয়ে এ ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন যে, ইতোমধ্যে ফরিদপুরের ভাংগা হতে পায়রা বন্দর পর্যন্ত সড়ক পথের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ সভায় সড়ক পথে পণ্য পরিবহনের চাপ কমানো এবং স্বল্প খরচে নৌ পথে সকল পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য ব্যবসা প্রটোকল রুট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোর্ট অব কল বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। সদস্য, এনবিআর সভাকে বলেন যে, নৌ পথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও জনবল দরকার। প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের সংস্থান সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে বন্দর সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আমদানী-রপ্তানীর বিষয়ে নিয়ম-নীতি সহজীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন যে, ব্যবসায়ীদের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক বন্দরে আমদানী-রপ্তানীর নিমিত্তে পণ্য নির্ধারন করা যেতে পারে।	(ক) ভোমরা ও রামগড় স্থলবন্দরের কার্যক্রম জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। (খ) চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ভারত থেকে সড়কপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। (গ) Multi-Modal Transport System চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) নৌ পথে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য রুট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোর্ট অব কল বৃদ্ধির করা যেতে পারে। (ঙ) বন্দর সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আমদানী-রপ্তানীর বিষয়ে নিয়ম-নীতি সহজীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (চ) ব্যবসায়ীদের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক বন্দরে আমদানী-রপ্তানীর নিমিত্তে পণ্যের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক, বিআরসিপি-১, বিএলপিএ অংগ। (খ) এনবিআর এবং বিএলপিএ কর্তৃপক্ষ (গ) বিএলপিএ, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। (ঘ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। (ঙ) বিএলপিএ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। (চ) এনবিআর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
৪.৫	**ঙ) Standard সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ:** প্রতিনিধি, বিএসটিআই সভাকে জানান যে, এ গ্রুপের ইতোমধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে আরো ০৪ সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ গ্রুপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি সভাকে বলেন যে, হালাল সার্টিফিকেট দেয়ার কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। অতি দ্রুত হালাল সার্টিফিকেট দেয়ার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক বিভিন্ন পণ্য রপ্তানী ত্বরান্বিত করতে হবে। দেশকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য আমদানী/রপ্তানী প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে।	(ক) অতি দ্রুত হালাল সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারন করতে হবে। (খ) সরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে	(ক) বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	বিএসটিআই'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাদ্য পণ্যের হালাল সার্টির্ফিকেট দেয়ার কাজ চলছে। সিইও, বিএফটিআই সভাকে বলেন যে, বাংলাদেশ এক্রিডিটেয়েশন বোর্ড এর অনুমোদিত বিএসটিআইসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন এবং সনদ প্রদান করে থাকে। বিস্ফোরক অধিদপ্তর, আমদানীকৃত কেমিক্যাল পরীক্ষা করে থাকে। এজন্য সরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সভায় বলেন যে, মালয়েশিয়া, তুরস্ক এবং সিঙ্গাপুর Accreditation-এ অগ্রগামী, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের Accreditation-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিএসটিআই'র প্রতিনিধির নিকট পণ্যের হালাল সার্টিফিকেট এর বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসটিআই'র প্রতিনিধি বলেন যে, বিএসটিআই হতে ২১টি খাদ্যদ্রব্যের হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নভাবে হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বিএসটিআইকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নভাবে পণ্যের সনদ প্রদানের বিষয়ে এফবিসিসিআই ইতোমধ্যে Concept Note তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং খুব শীঘ্রই Concept Note এর আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায় প্রেরণ করা হবে।	শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) মালয়েশিয়া, তুরস্ক এবং সিঙ্গাপুর এর সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের Accreditation-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার সুপারিশ করা হলো।	(খ) পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। (গ) বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান
৪.৬	**চ) Intellectual Property Rights সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ:** প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, এ গ্রুপের ইতোমধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, TRIPS Agreement এর আওতায় LDC graduation জনিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলার বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বলেন, যেহেতু বর্ণিত ওয়ার্কিং গ্রুপটি IPR সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিধায়, এ গ্রুপে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কো-অপ্ট করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সভাকে Intellectual Property Rights সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অর্ন্তভুক্তি করা জন্য অনুরোধ করেন।	(ক) Intellectual Property Rights সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব (মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহায়তা), শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আহবায়ক, Intellectual Property Rights সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ।
৪.৭	**ছ) Connectivity সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ:** অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আহবায়ক, Connectivity সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ সভাকে বলেন যে, এ গ্রুপের ইতোমধ্যে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ গ্রুপের কর্মপরিধি ব্যাপক। দেশের সমুদ্র বন্দরের সাথে অন্যান্য পরিবহণ যেমন বিমান, রেলপথ, সড়ক পথ ও নদীপথের সাথে যোগাযোগ স্থাপনসহ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় অর্থাৎ Multi-Modal Transport System-এ রূপান্তর করা এবং সমন্বিত উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গঠিনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নীতিমালা/বিধিবিধান প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা যায় মর্মে উল্লেখ রয়েছে। নীতিমালা/বিধিবিধান প্রণয়নের সুপারিশের নিমিত্তে স্টাডি/সভা/কর্মশালা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য বিমান, রেলপথ, সড়ক পথ ও নদীপথের Mapping প্রয়োজন। বর্ণিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কার্গো/মালামাল পরিবহণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা এবং পরিমাণ জানা আবশ্যক। Connectivity বৃদ্ধির লক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব, আইআইটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে Connectivity বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ সভায় জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ এর আওতায় দেশের নৌ বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। নৌ পথের	(ক) Connectivity সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপে বিআইডব্লিউটিএ-কে কো-অপ্ট করার বিষয়টি নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কতৃক বিবেচনা করা যেতে পারে। (খ) Connectivity সংক্রান্ত কার্যক্রমে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো। (গ) রেলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য পরিবহণের বিষয় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	(ক) নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। (খ) নৌ- পরিবহণ মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ (গ) রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	Connectivity বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রমে বিআইডব্লিউটিএ-কে কো-অপ্ট করার জন্য অনুরোধ করেন। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন Connectivity সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপে বিআইডব্লিউটিএ-কে কো-অপ্ট করার বিষয়টি নৌ- পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া তিনি রেলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য পরিবহণের বিষয়ে প্রচার প্রচারণার জন্য অনুরোধ করেন।		
৫.০ ৫.১	**আলোচ্য বিষয়-৫: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি কর্তৃক প্রেরিত এজেন্ডা** **চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ সভার জন্য প্রেরিত এজেন্ডাসমূহ নিম্নরূপঃ** প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় আরো বেশি রিভার টার্মিনাল এবং রেল ভিত্তিক আইসিডি স্থাপন করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন ইতোমধ্যে আরো রিভার টার্মিনাল এবং রেল ভিত্তিক আইসিডি স্থাপন করার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।	আরো রিভার টার্মিনাল এবং রেল ভিত্তিক আইসিডি স্থাপন করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	নৌ- পরিবহণ মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর কর্তৃপক্ষ
৫.২	**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ:** প্রতিনিধি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের জন্য SME Foundationসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। দেশের বাণিজ্যে তাদের অবদান ২০-২৫% পক্ষান্তরে প্রতিবেশী দেশ ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যে অবদান প্রায় ৪৫%। এজন্য আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের বাহিরে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হলো।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫.৩	**ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ:** প্রতিনিধি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, ইতোমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইন one stop সার্ভিসের ব্যবস্থা করা, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের জন্য automation, আঁইসিটি ভিত্তিক ট্রেড এন্ড ট্রান্সপোর্ট মনিটরিং মেকানিজম নিশ্চিতকরণ এবং ডাটা মাইনিং প্রসিডিউরকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে এজেন্ডা প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে লিংক হওয়া আবশ্যক। এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন যে, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে লিংক করার বিষয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ বলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে ব্যবসায়ীদের চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনে আইনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে এবং অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আশু প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, চীন তাদের রেডিমেট গার্মেন্টেসের ব্যবসা অন্য খাতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছে। এছাড়া ভিয়েতনামও গার্মেন্টেস সেক্টরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক পাচ্ছে না। তাই এখন বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টর এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। আমাদের দেশের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে Positive দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধি করার নিমিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিবিধান সহজ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।	(ক) বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে লিংক স্থাপন করা যেতে পারে। (খ) বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধি করার নিমিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিবিধান সহজ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হলো।	(ক) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (খ) বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/দপ্তর
৫.৪	**কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এজেন্ডা:** প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি পণ্য Perishable Goods বিধায়, তা রপ্তানিতে Competitive Air Freight সহ Internal Transport Cost নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আহবান করেন। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভায় কৃষি পণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রপ্তানীর বিষয়ে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেন। প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বলেন যে, শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনাল নির্মানের চলমান রয়েছে যা আগামী ডিসেম্বর'২০২৩ সমাপ্ত হবে। এ টার্মিনাল নির্মানের ফলে এ বিমানবন্দরের সক্ষমতা ২.৫/৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে। গার্মেন্টস পণ্য সমূহ দ্রুত রপ্তানীতে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা হচ্ছে এবং সম্প্রতি তাৎক্ষণিক শেড নির্মান করে পান রপ্তানীর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।	(ক) কৃষি পণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রপ্তানীর বিষয়ে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়। (খ) বিমানযোগে পণ্য রপ্তানী ত্বরান্বিত করার	(ক) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং রপ্তানী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	সভাপতি বলেন যে, বিমানবন্দরে আধুনিক স্ক্যানারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী না থাকায় বিভিন্ন পণ্য রপ্তানীতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং অনেক সময় ভাড়াকৃত কার্গো বিমানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য রপ্তানী করা যাচ্ছে না বিধায়, ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য বিমানযোগে পণ্য রপ্তানীর ত্বরান্বিত করতে আধুনিক স্ক্যানারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদীর সংস্থান করা প্রয়োজন।	নিমিত্তে আধুনিক স্ক্যানারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	(খ) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৬.০	**আলোচ্য বিষয়-৬: প্রস্তাবিত এগ্রো ট্রেড সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন** সভাকে জানানো হয় যে, Agro-Trade sector (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) এর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথা এগ্রো ট্রেডকে দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণ এবং সমন্বয়সাধনের নিমিত্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এগ্রো ট্রেড সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে। এ গ্রুপে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপনণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসিং এসোসিয়েশন (বাপা), আমদানি-রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী সংগঠন ও নারী উদ্যোগতাদের এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে। **কর্মপরিধি:** ক) Agro-Trade sector-এর উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান; খ) কৃষি (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং আধুনিকায়নে সুপারিশ প্রদান; গ) রপ্তানীকারক দেশের চাহিদা ভিত্তিক মান সম্পন্ন (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ঘ) কৃষি (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ। সভায় ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন ও কর্মপরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন।	প্রস্তাবিত এগ্রো ট্রেড সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনা ও কৃষি খাতের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্টাডি/সমীক্ষা সম্পাদনে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলেটেশন প্রকল্প সহায়তা করতে পারে।	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭.০	**আলোচ্য বিষয়-৭: বিবিধ** ন্যাশনাল ট্রেড এক্সপার্ট, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অংগ সভায় বলেন যে, এনটিএফসি'র আওতায় ০৬টি ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্ণিত কমিটি তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সমস্ত বাধা/সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো এনটিএফসি সভায় দিকনির্দেশনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হবে। এনটিএফসি'র আওতায় কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে কোঅর্ডিনেশন এবং মনিটরিং করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, টিএফএ বাস্তবায়নের নিমিত্তে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।	(ক) এনটিএফসি এর আওতায় ০৬টি ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধা/সমস্যার বিষয়গুলো এনটিএফসি'র সভায় উপস্থাপন এবং টিএফএ বাস্তবায়নের পথ-নকশা প্রস্তুত করতে হবে।	(ক) এনটিএফসি'র আওতায় ০৬টি ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি / আহবায়ক এবং বিআরসিপি-১ প্রকল্প, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অংগ।
	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সভাকে বলেন যে, স্বল্প উন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পণ্য বহুমূখীকরণে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন স্টাডি করে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মতামত দিয়ে থাকে। এজন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ই-কর্মাস, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো, কাস্টমস প্রসিডিউরসহ বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে সংযুক্ত করা যেতে পারে।	(খ) প্রযোজ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ/কমিটিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে সংযুক্ত করা যেতে পারে।	(খ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ/কমিটি
	সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারণের নিমিত্তে ব্যবসায়ী, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা ও বিদেশে কর্মরত কর্মাশিয়াল কাউন্সিলরগণ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য দেশে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির মাধ্যমে বাণিজ্যকে লাভজনক করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(গ) বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মূল সমস্যা শনাক্তকরণপূর্বক সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ	(গ) বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	তিনি আরো বলেন যে, বাণিজ্যকে সম্প্রসারণের নিমিত্তে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো শনাক্তকরণপূর্বক সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কমার্শিয়াল উইং এর সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।	

০৪. সভায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(টিপু মুনশি, এমপি)
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং
সভাপতি, এনটিএফসি

স্মারক নং-২৬.০০.০০০০.১৩৩.৯৩.০২৭.১৮-০৬

তারিখ: ১৩/ ০২ /২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, ১১১ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
১২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
১৭. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১৯. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২৪. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৫. অতিরিক্ত সচিব, রপ্তানি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. অতিরিক্ত সচিব, আইআইটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. অতিরিক্ত সচিব, এফটিএ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩০. প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, এনএসসি টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৩১. মহাপরিচালক, বিএসটিআই এবং আহবায়ক, Standard সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৩২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং আহবায়ক, Land Port সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩৩. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৩৪. চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা, বাগেরহাট।
৩৫. চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাকরাইল, ঢাকা।
৩৬. চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ [illegible]

৩৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন (ষষ্ঠ তলা), ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনিস্টিটিউট, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ই-১৭, শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪০. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা।
৪১. সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ডিসিসিআই বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪২. অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আহবায়ক, Connectivity সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. অতিরিক্ত সচিব (মান নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা সহায়তা), শিল্প মন্ত্রনালয় ও আহবায়ক, Intellectual Property Rights সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প -১, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, ১ কাওরান ভবন, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
৪৭. জনাব মো: মুনীর চৌধুরী, ন্যাশনাল ট্রেড এক্সপার্ট, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪. অফিস কপি।